ছারপোকা

ছারপোকা ২ ছারপোকা ৩ ছারপোকা ৪ ছারপোকা ৫

ছারপোকা ৬ ছারপোকা ৭ ছারপোকা ৮ ছারপোকা ৯

ছারপোকা ১০ ছারপোকা ১১ ছারপোকা ১২ ছারপোকা ১৩

ছারপোকা
ওয়ালী উল আলিম

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

ছারপোকা	ওয়ালী উল আলিম
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	চারু পিন্টু
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	২৫০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক

©	Writer
Sarpoka	
(A Short Story By)	Wali Ull Alim
Cover Design	Charu Pintu
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Price	250.00 Tk only
ISBN	978-984-98389-4-4

উৎসর্গ

প্রথম বইখানা 'আমার আমি'কে উৎসর্গ করার সময়ই চিন্তা করে রেখেছিলাম যে, দ্বিতীয় বইখানার উৎসর্গপত্র লেখার সময় যার কথা প্রথম মনে আসবে তাকেই উৎসর্গ করব। আমার জীবনে প্রচুর ছারপোকা আছে। সানি, জনি, মিতুল, সাব্বির, ইভান, রিংকুসহ আরও অনেকে। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার চেহারাটাই চোখের সামনে ভাসছে। বিনা কারণে কাউকে অসম্ভব ভালোবাসলে তার ভেতরেও ভালোবাসা নেওয়ার মতো কিছু অবশ্যই আছে। অবশ্যই আছে।

দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী–

ভাই বা বন্ধু যাই বলেন...

কিংশুক শুয়ে আছে। ঘুম বলা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু কিংশুকের প্রতিটি অনুভব সজাগ তাই শুয়ে আছে বলাটাই সঠিক। শুয়ে আছে খুবই বেকায়দা ধরনের একটা কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে। বালিশটা প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত ভারী আর নোংরা। গায়ে কোনো জামাকাপড় নেই। উলঙ্গ বালিশ। পাশেই একটা নোংরা দেয়াল। কতদিন রং করা হয়নি কেউ জানে না। দেয়ালটা যদি ফাটা থাকত তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না। ফাটা দেয়াল কিছুটা নোংরা থাকতেই পারে। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু দেয়ালে কোনো ফাটা চিহ্ন আপাতত দেখা যাচ্ছে না। তার বদলে আছে কিছু রংচঙা কাগজ। এই ঘরের বাসিন্দা কেউ একজন হয়তো দেয়ালের সৌন্দর্যে খুব একটা বিমোহিত হতে না পেরে এই ব্যবস্থা নিয়েছে। তাতে করে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়নি।

দেয়াল এবং চৌকির মধ্যে দূরত্ব দুই ইঞ্চি। কিন্তু চৌকির তোশক সেই দূরত্ব কমিয়ে জিরোতে নিয়ে এসেছে। গতবার বাড়ি

থেকে পালানোর মধ্যম সময়টুকুতে কিংশুক এই ঘর ব্যবহার করেছিল। এইবার অবশ্য বিষয় অন্য। এইবার কিংশুক বিতাড়িত। গতবার যখন এই বাড়িতে ও ছিল তখন একদিন রাতের বেলা তোশকের নিচে চৌকির বিভিন্ন কোনায় সে মোটামুটি পনেরো আকৃতির অজস্র ছারপোকা আবিষ্কার করেছিল। যারা ছারপোকা চেনেন তারা বুঝতেই পারছেন যে, গমের আকৃতির ছারপোকা মানে বিশাল আবিষ্কার। ঘরের আসল বাসিন্দাকে ঘটনাটা জানানোর পর সে তেমন একটা গা করেনি। কিংশুকও বিষয়টা নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে পরে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

ঘরের বাসিন্দার ডায়াবেটিস আছে। দেখতেও নাদুসনুদুস। সুতরাং কিছু ছারপোকা যদি তার রক্ত খেয়ে কিঞ্চিত সাইজে বড় হয় তাহলে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। ঘরের বাসিন্দার এইডস থাকলে সমস্যা ছিল। এইডস রক্তবাহিত একটা রোগ। দোষ শুধু রক্তেরই না। আরও অনেক জিনিসের আছে। তবে ছারপোকার সেই অনেক জিনিসের ব্যবহারের বাইরে অবস্থান করায় শুধু রক্ত নিয়েই কিংশুক চিন্তিত। এমনও তো হতে পারে যে, ছারপোকার মাধ্যমে এইডস ছড়াতে পারে। বিষয়টা নিয়ে কোনো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। যদি পজিটিভ হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে খুব সম্ভবত আমেরিকার। আমেরিকার যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলো তখন ছারপোকা ক্লোনে নেমে যাবে। সেই কোম্পানিগুলোর প্রস্তুতকৃত প্রত্যেকটা ছারপোকা হবে বিচিকলার বিচির সাইজের। প্রত্যেকটা ছারপোকার শরীরের রং থাকবে হলুদ আর কালোর সংমিশ্রণ। এক্সরে রুমের বাইরে রেডিয়েশন চিহ্নের মতো। আর সবগুলো ছারপোকার শরীরে থাকবে সেইরকম

এইডসের জীবাণু। প্রাইমারি স্টেজের না, একদম ফাইনাল স্টেজের জীবাণু।

সেই ছারপোকাগুলো যখন একসাথে কয়েক লক্ষ হেঁটে বেড়াবে তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বুক কয়েক হাত ফুলে যাবে। সমাপ্ত হবে একটা যুগের, 'কোল্ড ওয়ার' বা 'স্নায়ুযুদ্ধ' যুগের। শুরু হবে নতুন যুদ্ধের যুগ। সেই যুগের নাম হতে পারে 'বিবি ওয়ার' যুগ। ছারপোকার ইংরেজি নাম Bed Bug থেকে 'বিবি ওয়ার'। পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো তখন আন্দোলনে নতুন মাত্রা দিতে পারবে। তারা আর যাই হোক ঘরের বিবিকে নিয়ে আমেরিকার এই বাড়াবাড়ি একদম সহ্য করবে না।

আমেরিকার জেনারেলরাও তখন তাদের মানইজ্জত বাঁচাতে পারবে। জাতিসংঘের ইরান পরিদর্শক দলের পকেটে কয়েক কৌটা ছারপোকা পাঠিয়ে দিলেই হলো। তার পরদিন নিউইয়র্ক টাইমসে বড় করে হেডলাইন 'US home security is under threat. Iran has decleared BB WAR'. প্রেসিডেন্ট অভ ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা (জুনিয়র, সিনিয়র এবং আপকামিং) এবং আমেরিকার মিত্রদেশের সবাই তখন তাদের পোশাক আমদানিকারকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করবে নতুন ধরনের পোশাক আবিষ্কার করতে। 'বিবি প্রটেক্টর ড্রেস'। এক নম্বর গার্মেন্টস প্রস্তুতকারক দেশ হিসেবে আশা করা যায় বাংলাদেশ সেই অর্ডারের সিংহভাগই কবজা করতে পারবে। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকরা রাতের বেলায় নিজ বাসায় ছারপোকার কামড় খেয়ে গার্মেন্টসে গিয়ে তৈরি করবে 'বিবি প্রটেক্টর ড্রেস'। আদতে লাভ হবে বাংলাদেশের। কিংশুক বেশ খুশি হয়ে ওঠে। দেশের জন্য ভালো

কিছু চিন্তা করতে পেরেছে, এটা বিশাল একটা বিষয়। যাক আপাতত কিংশুক নিশ্চিন্ত, ডায়াবেটিকস খুব সম্ভবত রক্তবাহিত রোগ নয়। সুতরাং এটা নিয়ে চিন্তা করলে বাংলাদেশের খুব একটা লাভ হবে না। চিন্তা বাদ।

কিংশুক ঘুমানোর চেষ্টা করছে। হঠাৎ মনে হলো কানের মধ্যে কিছু একটা হাঁটছে। ছোটবেলায় বহুবার কানে পিঁপড়া গিয়েছে। কয়েকবার মুসলমান পিঁপড়া, আর কয়েকবার হিন্দু পিঁপড়া। কালো পিঁপড়াগুলো মুসলমান এবং লালগুলো হিন্দু। লাল পিঁপড়াগুলো কামড়ায় তাই ওগুলো হিন্দু। এটা কিংশুক জেনেছে ওর বন্ধুদের কাছ থেকে। তারা বোধহয় জেনেছে বড় কারও কাছ থেকে। কারণ এত বড় ভাগবাঁটোয়ারা ছোটদের পক্ষে চিন্তা করাও মুশকিলের কাজ।

কিন্তু এখন কোন পিঁপড়া ঢুকেছে কানে? লাল না কালো? কিংশুক বোঝার চেষ্টা করছে। একবার তো কিংশুকের কানে ঢুকে গেল 'কেন্নো'। লাল, লম্বা আর অনেক পাওয়ালা শুঁয়োপোকা ধরনের। কিংশুক তখন ঘুমে। পোকা মোটামুটি অর্ধেক ঢুকে গেছে। তখন ওর ফুফাতো বোন শিম্মি দেখে তাড়াতাড়ি পোকাটার পিছন ধরে দিল টান। পোকাও তখন বুলডগের মতো আঁকড়ে ধরল কানে তার দখলের অংশ। জান দেব, তবু কান দেব না ধরনের

জিদে পোকার অর্ধেক শিম্মি আপুর হাতে। বাকি অর্ধেক বের করতে ছেড়াবেড়া অবস্থা। সেই অভিজ্ঞতা খুব মধুর না হওয়ায় কিংশুক কিছুটা ভীত।

যেহেতু এখনও কামড় খায়নি তাই পিঁপড়াটার মুসলমান হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। এই যা আশা। কিংশুক আর একটু অনুভব করার চেষ্টা করল। নাহ! হাঁটাটা ঠিক পিঁপড়ার সাথে ম্যাচ করছে না। আরও ধীর লয়ের হাঁটা। মনে হচ্ছে গান গাইতে গাইতে হাঁটছে। গানও ধীর লয়ের। 'আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে' টাইপের। বাতাস আছে কিন্তু আকাশ নেই।

বাতাসের কথা মনে হওয়ায় কিংশুক তাড়াতাড়ি এক হাতে ওর নাক-মুখ, আরেক হাতে ওর অন্য কান চেপে ধরল। ছেলেবেলার পদ্ধতি। কানের ভিতর বাতাস যাওয়া বন্ধ করে দিলে পিঁপড়া বাতাসের অভাবে বের হয়ে আসবে। বেশ কয়েকবার এই পদ্ধতি ব্যবহার করার পরও কাজ হচ্ছে না। আচ্ছা একটু পানি দিয়ে দেখব নাকি? ভাবল কিংশুক।

ছোটবেলায় পুকুরে বা নদীতে গোসলের সময় কানে পানি গেলে খুব অস্বস্তি লাগত। কানে পানি থাকা অবস্থায় পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করলে কানে থপথপ একটা আওয়াজ হতো। তখন শিওর হওয়া যেত যে কানে পানি গেছে। আর কানে পানি যাওয়ার একমাত্র চিকিৎসা হলো সেই কানে আর একটু পানি দিয়ে দেওয়া। মাথা এক দিকে কাত করে দ্বিতীয়বার পানি দেওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সব পানি বের হয়ে আসত। কান থেকে যখন পানি বের হতো তখন কেমন একটা পরম স্রোতধারার মতো অনুভূত হতো। নিশ্চিন্ত অনুভূতি। কিংশুক ভাবল, কানে পানি দিয়ে

আবার বের করলে পরম স্রোতের সাথে নিশ্চয়ই ওটা বের হয়ে আসবে।

যদিও বেশ আলসেমি লাগছে, তারপরও কিংশুক চৌকি ছেড়ে উঠে বাথরুমের দরজা খোলে। বেসিনের সামনে গিয়ে মাথা বাম দিকে যতদূর সম্ভব কাত করে দেয়, ডান কানে পানি দেওয়ার জন্য। ধীরে ধীরে ফ্রেশ মিনারেল ওয়াটারের এক মুখ থেকে একটু কম পানি ঢেলে দেয় কানে। আরও তিন সেকেন্ড মাথা বামদিকে কাত করে রাখে। তিন সেকেন্ড পরে ডানে। এই তো ধীরে ধীরে গরম পানি বের হয়ে আসছে। কানের নিচে হাত পেতে রাখল কিংশুক। সাহসী পিঁপড়াটাকে দেখতে হবে। নাহ! শুধুই পানি বের হয়েছে। এবার কিংশুক সময় বাড়াল। মনে মনে এক থেকে সতেরো পর্যন্ত গোনার সময়টুকু কানের ভিতর পানি ধরে রাখল। সতেরো কিংশুকের শুভ সংখ্যা। সতেরোর নিউমেরলজিকাল ভ্যালু হলো আট– ১ + ৭ = ৮। কিন্তু এবারও লাভ হলো না। শুধুই পানি বের হলো। তবে এবার কিছুটা পানি আঙুল গলে নিচে পড়েছে। সম্ভবত পিঁপড়ে মশাইও। কারণ এখন আর হাঁটার শব্দ পাচ্ছে না কানের ভিতর।

যাক বাবা। কিংশুক আবার বিছানায়। শরীরে একটু ঠান্ডা পানি লাগায় ঘুম ঘুম বেশি লাগছে। 'বিবি প্রটেক্টর ড্রেস'-এর ডিজাইন চিন্তা শুরু করল কিংশুক। ড্রেসটা হতে হবে নিশ্ছিদ্র। নভোচারীদের ড্রেসের মতো তবে তাতে ডেনিম টাইপের একটা ফ্রেন্ডার থাকতে হবে। আবার কানের ভিতর হাঁটার অনুভূতি। মুশকিলের কথা। এবার হাঁটাটা আরও ধীরে। পিঁপড়ার কয়টা হাত-পা হয়? মনে হয় ছয়টা। এই যে ছোটবেলার কবিতা, 'শীতের সঞ্চয় চাই, খাদ্য

খুঁজিতেছি তাই, ছয় পায়ে পিল পিল চলি...' তবে কিংশুকের মনে হচ্ছে এটার ছয়টার বেশি হাত-পা আছে। কারণ ওটা যখন হেঁটে যাচ্ছে তখন কিংশুক স্পষ্ট তা অনুভব করতে পারছে। এবারের অনুভূতিটা কানে পানি যাওয়ার পর মাটিতে পা দিয়ে আঘাত করার মতো। সুন্দর একটা রিদম। থ...থপ...থপ... থপ ...থপ থপ থপ। গানও মনে হয় পরিবর্তন হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে অমিতাভ বচ্চনের গলায়– 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে' টাইপ গান।

এবার কিংশুক একটু ভয়ই পেল। পাশেই সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। কিংশুক দেরি না করে একটা টিশার্ট গায়ে দিয়ে দ্রুত হাঁটা ধরল হাসপাতালের দিকে। গান এখনও চলছে এবং খুব সম্ভবত জনাব অথবা জনাবা কানের পর্দার কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। বাসা থেকে হাসপাতালের দূরত্ব হাঁটা পথে দশ থেকে পনেরো মিনিটের। রাত অনেক। রাস্তা ফাঁকা। কিংশুক মাত্র আট মিনিটেই পৌঁছে গেল। এটা একটা ভালো লক্ষণ। আট কিংশুকের শুভ সংখ্যা। সরকারি হাসপাতালে ভিড় সবসময় লেগেই থাকে। কিন্তু এখন রাত ৩টা ৩৫ মিনিট। মোবাইলের ঘড়ি তাই বলছে। এবং গেটে মানুষ তো দূরে থাক কোনো কাকপক্ষীও নেই। এমনকি একটা কুকুরও নেই।

হাসপাতালের কলাপ্সিবল গেট বেশ বড়। কিন্তু দেশীয় টেকনোলজিতে সেটাকে ছোট্ট করে রেখেছে কে বা কারা। কিংশুকের জানা মতে, হাসপাতালের কর্মচারীর সংখ্যা অনেক তবে সম্ভবত সরকারি হাসপাতালে বেতনকাঠামো তত ভালো না। গেট

ছোট হওয়ার এটাও একটা কারণ। গেট থেকেই মনে হয় এদের দ্বিতীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা শুরু। কারণ গেটে একজন বসা। তাকে দেখে কোনোমতেই দারোয়ান বলা যাবে না। বেশ ফরসা, পরে আছেন একটা কালো রঙের প্যান্ট সাথে সাদা জামা। জামাটা না ফুলহাতা না হাফহাতা। সাদা জামা হলেও বেশ চক্রবক্রাকার ডিজাইন আছে তাতে। চোখে মোটা রিমের চশমা। চশমার ভিতর থেকে যতটুকু বোঝা যায় তাতে করে এই চোখের জন্যই যে-কেউ প্রেমে পড়ে যাবে মেয়েটার। রাত ৩টা ৩৫ মিনিটে সরকারি হাসপাতালে দারোয়ান একজন মেয়ে? বেশ অবাক বিষয়। কিন্তু কিংশুকের অবস্থা তখন খুবই বেকায়দা। কিংশুক এখন স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে যে, পোকাটি তার কানের পর্দায় নড়াচড়া করছে। খুবই বাজে অনুভূতি। কিংশুকের মনে হচ্ছে ওর কানের ভিতরে কেউ একজন সিংহের নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে। গতকালই ডিসকভারি চ্যানেলে এরকম একটা সিংহের নখওয়ালা থাবা দেখাচ্ছিল।

কিংশুক হাসপাতালের গেট দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছিল। কিন্তু গেট এত ছোট করে রাখা যে, কোনোমতেই সে ঢুকতে পারছে না।

হঠাৎ দারওয়ান মেয়েটা বলে উঠল, 'ভাইজান, কই যান?'

কিংশুক একটু চমকে উঠল। এত সুন্দর মেয়ে কথা বলবে একদম নাটকের ভাষায়। কিন্তু সে ব্যবহার করছে পুরোপুরি গ্রামের ভাষা। কিংশুক ভাষা নিয়ে আর মাথা ঘামালো না। ডান হাতের তালু দিয়ে ডান কানটা চেপে ধরে বলল, 'সিস্টার, আমার ডান কানে একটা ছারপোকা ঢুকেছে এবং খুব সম্ভবত সে এখন আমার কানের পর্দা ছিদ্র করে যেকোনো সময় আমার ব্রেনে ঢুকে যাওয়ার